দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৫-০৭-২০২৩ (পৃঃ ০১,০৬)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থা সম্মেলনে বক্তৃতা করেন —পিআইডি

জাতিসংঘ খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতে পাঁচ প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য ও সার রপ্তানির ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দিয়ে বিশ্বব্যাপী টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের 'খাদ্যব্যবস্থা' সম্মেলনে পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তিনি আধুনিক কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে জলবায়ু-সহনশীল খাদ্য জোটকে সক্রিয় করার পাশাপাশি কার্যকর কৃষি-খাদ্যপ্রযুক্তির অংশীদারিত্ব জোরদার করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জলবায়ু সহনশীল খাদ্যব্যবস্থার জন্য জোট সক্রিয় করতে হবে, ২০২১ সালের জাতিসংঘ খাদ্যব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলনে যার সহ-নেতৃত্ব প্রদানে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছিল।' প্রধানমন্ত্রী এখানে এফএও সদর দপ্তরে জাতিসংঘ খাদ্যব্যবস্থা সামিট+২ স্টকটেকিং মোমেন্ট সম্মেলনে 'খাদ্যব্যবস্থা ও জলবায়ু কর্মপন্থা'বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তার উত্থাপিত পাঁচটি প্রস্তাবের একটিতে এটি উল্লেখ করেছেন।

তিনি প্রস্তাব করেন, 'উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু-অভিযোজিত কৃষি-খাদ্যব্যবস্থার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তরকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।' এছাড়া অন্য এক প্রস্তাবে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতিসংঘ খাদ্যব্যবস্থা সমন্বয় কেন্দ্রকে গবেষণা ও উদ্ভাবনে আন্তঃশৃঙ্খলা সহযোগিতার মাধ্যমে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বাড়াতে হবে।' আর এক প্রস্তাবে তিনি বলেন, 'নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে খাদ্য এবং সারের চাহিদার নিরিখে জলবায়ু ইতিবাচক সমাধান প্রচারে বেসরকারি খাতকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী আরো প্রস্তাব করেছেন যে, ডেলটা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কার্যকর কৃষি-খাদ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

নিরাপদ ও পুষ্টিকর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জোরদার করা দরকার।

আধুনিক কৃষি-খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের অন্যতম বড় অবদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার এবং সুষ্ঠু বিন্যাস জলবায়ু-নিরপেক্ষ করতে বিনিয়োগ করা উচিত।' তিনি বলেন, 'এর জন্য অবশ্য আমাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক জনমত প্রয়োজন।'

বাংলাদেশ সম্প্রতি গ্লোবাল মিথেন অঙ্গীকারে যোগদান করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আশা করি, এই উদ্যোগের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরা তাদের প্রতিশ্রুত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে আসবে।' তিনি বলেন, তার সরকার জি২০ প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বায়ো-ফুয়েল অ্যালায়েন্সের মতো করে উন্নয়নগুলো অনুসরণ করছে। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চাষিদের দ্বারাও সেচের জন্য সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারকে উৎসাহিত করছি। আমাদের কৃষি, কম নির্গমনকারী পশুসম্পদ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার দরকার।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় টেকসই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান। জলবায়ু সংকটের জন্য একটি টেকসই এবং রূপান্তরিত খাদ্যব্যবস্থায় কাজ করা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আর বিলম্ব না করে কী করা দরকার, তা আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। খাদ্যনিরাপত্তা এখন জলবায়ু ন্যায়বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সবুজ বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন আবার জলবায়ু-স্মার্ট 'কৃষি-খাদ্যবিপ্লবের' সময় এসেছে। কৃষি খাতকে রূপান্তর করতে প্রকৃতি-ইতিবাচক সমাধান এবং উন্নত প্রযুক্তি উভয়ই প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে আমাদের কঠোর অর্জনের ফলে বাংলাদেশকে অন্যভাবে বিশ্বব্যাপী এসব বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি মুগ্ধ যে কপ ২৮-এর মনোনীত প্রেসিডেন্ট এই ইস্যুর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গত সপ্তাহে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে বলেন, 'কৃষিবিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা কৃষকদের সঙ্গে জলবায়ুসহনশীল কৃষি-খাদ্য সমাধানের উন্নয়নে কাজ করছেন। আমাদের সরকার আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বাজেট এবং সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। এ সরকারের শাসনামলে গত ১৪ বছরে মোট ৬৯০টি উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন বা প্রবর্তন করা হয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘায়িত জলাবদ্ধতা এবং খরা প্রতিরোধী ধানের জাত নিয়ে কাজ করছেন। পুষ্টির উন্নতির জন্য আমরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ডায়াবেটিস এবং প্রো-ভিটামিন জাতসহ আটটি জিংক-সমৃদ্ধ ধানের জাত প্রবর্তন করেছি। বাংলাদেশ তার কৃষকদের সহায়তার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে। সারা দেশে প্রায় ৫০০ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতার সময় এফএও সদর দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কক্ষে এবং আরো দুটি হলে বিপুলসংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা হাততালি দিয়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল, সামোয়া ফিয়ামের প্রধানমন্ত্রী নাওমি মাতাফা এবং জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বক্তৃতা করেন।